অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ধারা এ্যাড

International Alliance Against Hunger

Emdadul Hoque Khandaker
Director General , Department of Agricultural Extension

Muhammad Fazlur Rahman
Director General, Directorate General of Food

Hunger is an universal curse and it is one of the many scourges including poverty that plague humanity. To a hungry man or woman wordy aspiration of a better life is nothing but an illusion.

Hunger is a result of poverty. To be free from hunger a poor man or a woman should have access to food, shelter, medicare and education ; the basic needs of life.

Agricultural production has doubled over last 30 years. Now the world produces enough food to provide an adequate diet to everyone every day. But unfortunately, because of inequitable distribution, food is not equally available to everyone either among or within countries. The declaration of the World Food Summit 1996 was to reduce the number of undernourished people of the developing world from 800 million to a half of that number by 2015. That target still remains out of reach, rather hungry people are ever increasing and now 840 million remain crippled by the indignity of

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে দীর্ঘদিন থেকে। এ সংগ্রামকে গতিশীল ও কার্যকর করতে এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে **'ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি'**। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা'র তথ্যানুযায়ী বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৮৪০ মিলিয়ন লোক এখনও খাদ্যাভাবে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অসংখ্য শিশু খাদ্যের অভাবে অপুষ্টির শিকার। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক লোক কর্মক্ষম হতে ব্যর্থ হচ্ছে। আবার অনেক দেশে শুধু খাদ্যের অপ্রতুলতার কারণে উন্নয়ন কর্মকান্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। তাই ক্ষুধা মুক্তির এ চলমান সংগ্রামে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংহতি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনগণের পুষ্টি চাহিদা মেটাতে দেশীয় উদ্যোগের পাশাপাশি দরকার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বা সংহতি। আর এ প্রক্রিয়ায় দরকার খাদ্য উৎপাদনকারীদের জন্য জ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ততা। তাছাড়া আরও প্রয়োজন সরকারি- বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়, কারিগরি তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা। তাহলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ ক্ষুধা মুক্তির সংগ্রামে জয়ী হবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস - ২০০৩ এর বিভিন্ন কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণী

১৬ অক্টোবর, বিশ্ব খাদ্য দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। বিশ্ব খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য - **'ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি'** নির্বাচন সঠিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের নিরন্তর সংগ্রামে আন্তর্জাতিক সংহতি ও সহযোগিতা একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে বলে আমার ধারণা। আমরা জাতীয় পর্যায়ে কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। কৃষিতে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়েছি। কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে বেশি পরিমাণে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেশীয় প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে বিদেশী লাগসই প্রযুক্তি। আমাদের গবেষক, বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের ফসল, মৎস্য, পশুপালন, বন ও পুষ্টিসহ বৃহত্তর কৃষির সার্বিক উন্নয়নে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। সকলের কাজের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক সংহতি জোরদার হলে দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা ব্যবস্থা টেকসই হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(খালেদা জিয়া)

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)- এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য ***'ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি'***। এ প্রতিপাদ্য বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষুধা দূরীকরণের সংগ্রামে এক অনন্য ঘোষণা।

সারা বিশ্বে এখনও ৮৪০ মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধা পীড়িত। ১৯৯৬ সালে ইতালির রোমে বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ সম্মেলনে ২০১৫ সালের মধ্যে অনাহারী ও ক্ষুধা পীড়িত মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষাপটে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশও অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দানাদার শস্যের উৎপাদনে আমাদের সাফল্যও এসেছে এবং আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। অপরদিকে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, শাক-সবজি ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও এখনো প্রয়োজনের তুলনায় ঘাটতি রয়েছে। দানাদার শস্যের পাশাপাশি এসব ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। দেশে পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদন, চাষিদেরকে সার্বিকভাবে উৎসাহ প্রদান এবং লাগসই কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ এ কর্মসূচির প্রধান উপাদান। কর্মসূচি বাস্তবায়নে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সম্প্রসারণ কর্মীবৃন্দ, চাষি এবং কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এর সফলতার ওপরই আমাদের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্প বিকাশ এবং সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতির সার্বিক অগ্রগতি নির্ভর করছে।

আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্ষুধামুক্ত পৃথিবী গড়ার প্রত্যাশায় বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০০৩ এর সাফল্য কামনা করছি।

(এম কে আর্মোয়ার, এম. পি.)

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণী

আজ ১৬ অক্টোবর, বিশ্ব খাদ্য দিবস। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এ বছরও পালিত হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য **"ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি"**। আমাদের জনবহুল ও উন্নয়নশীল এদেশের প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

কাঙ্ক্ষিত না হলেও সত্য, এখনও বিশ্বের প্রায় ৮৪০ মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধার্ত। প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ এদের নেই। তবে **'ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি'** ক্ষুধার্ত মানুষের কল্যাণে জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আজ ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি যেমন প্রয়োজন, তেমনি খাদ্য সরবরাহ ও বণ্টনে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রযুক্তি ও সম্পদের প্রবাহ উদার ও সহজতর করা দরকার। খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পেশাদারিত্ব জোরদার করা সম্ভব হলে ক্ষুধামুক্ত এক নতুন পৃথিবী গড়া সম্ভব।

খাদ্য উৎপাদনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, আধুনিক প্রযুক্তি ও নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করে বাংলাদেশ একটি ক্ষুধামুক্ত দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে- সে প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

আমি 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০০৩' এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

(আব্দুল্লাহ আল নোমান এম.পি.)

প্রতিমন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণী

প্রতি বছরের মত এবারও ১৬ অক্টোবর আমাদের দেশে বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)- এর সদস্য দেশসমূহে এ দিবসটি পালিত হয়। এ বছরের প্রতিপাদ্য **'ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি'** নির্বাচন খুবই সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা জয়ের প্রধান শর্ত হলো খাদ্য উৎপাদন এবং এর নিরাপত্তা। পৃথিবীর ৮৪০ মিলিয়ন মানুষ এখন ক্ষুধা পীড়িত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও নির্বাচিত বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্য আমাদের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ওপর জোর দিতে হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সম্মিলিত সম্পদের ব্যবহার, পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। তাহলেই সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে ক্ষুধামুক্তির আন্দোলন সার্থক হবে।

আমি **বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০০৩** এর সাফল্য কামনা করছি।

(মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এম.পি.)

প্রতিমন্ত্রী
মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণী

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে আজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য **'ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি'**। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে বাংলাদেশের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিশ্বব্যাপী উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত। এ চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খাদ্য তালিকায় শুধু দানা শস্যই নয়, শাক সবজি ও ফলমূল ছাড়াও মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এসব সম্পৃক্ত। ক্ষুধা প্রতিরোধ তথা আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ফসলের পাশাপাশি মৎস্য ও পশুসম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ক্ষুধা প্রতিরোধসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মাছ, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর উৎপাদন বাড়াতে হবে। আর এসবের উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, তেমনি দরকার আন্তর্জাতিক সংহতি। কারণ, লাগসই প্রযুক্তি, উপকরণ এবং এ বিষয়ক তথ্য বিনিময়ে আন্তর্জাতিক সংহতির বিকল্প নেই। আমি আশাকরি এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পথ ধরে বিশ্ব সংহতি আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে, জোরদার হবে। সে সাথে ক্ষুধার বিরুদ্ধে গৃহীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্থক হবে বিশ্ব খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০০৩-এর সফলতা কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(উকিল আবদুস সাত্তার ভূঞা)

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণী

আজ বিশ্ব খাদ্য দিবস। প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা উদযাপন করছি তাৎপর্যপূর্ণ এ দিবসটি। বিশ্বকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত করতে এগিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। **"ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি"** তাই আমাদের এবারের স্লোগান। দেশের সুশীল সমাজ, কৃষি ভিত্তিক সংস্থা, কৃষক সংগঠন, পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সকলকে এগিয়ে আসতে হবে মানবতার কল্যাণে। সকল শক্তি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার কাজে নিয়োগ করে বাস্তবায়ন করতে হবে দারিদ্র্য বিমোচনের রোড ম্যাপ। তবেই আমরা অর্জন করতে সক্ষম হবো অর্থনৈতিক মুক্তি; অব্যাহত প্রবৃদ্ধি।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০০৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(আইয়ুব কাদরী)

ভারপ্রাপ্ত সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণী

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপিত হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে এ বছরের নির্বাচিত প্রতিপাদ্য **'ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি'**। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচিত বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বর্তমান বিশ্বের প্রধান সমস্যা। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর তথ্যানুযায়ী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত না হবার কারণে বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ৮৪ কোটি মানুষ ক্ষুধা পীড়িত। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ সমস্যা দূরীকরণের জন্য দরকার খাদ্য উৎপাদনের পাশাপাশি খাদ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ ও সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও টেকসই করা। বর্তমানে আমাদের দেশে খাদ্য ঘাটতি তেমন প্রকট নয়। তবে উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থা টেকসই করতে না পারলে ভবিষ্যতে খাদ্য সমস্যা প্রকট হতে পারে। সেজন্য উৎপাদন প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রয়োগে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংহতির প্রয়োজন। বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কার্যক্রম এ সংহতিকে জোরদার করে খাদ্য সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংহতি কার্যকর হোক, বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে এ আমার একান্ত কামনা।

(এ এইচ এম আবুল কাসেম)

Contd. from col. 8

Production, Procurement, Storage, Movement, and Distribution in Food Management system have built up a unique and unparallel worldwide network. "International Alliance Against Hunger" is a call to action, with a view to taking the concept of a global partnership & making it a reality working together to reduce poverty, eradicate malnutrition, illiteracy, and superstition and to guarantee the world's citizens a basic human right-freedom from hunger. In Bangladesh millions of people are working under the "Food For Work" Project. Our distressed mothers & children are getting help under V.G.D. project. Moreover under public Food Distribution system VGF project is working for distributing wheat & rice as post flood relief work. Under various development projects adequate supply of food grain is ensured. Rural Infrastructure Development & Food for Education, Tree plantation, Flood control, Embankment construction, Irrigation system, canal digging development work for schools, colleges, Roads, Markets etc. all these projects are implemented under foreign Food Aid. Achievement of Self Sufficiency in food will enable us to get rid of these conditional foreign aids.

The world already produces enough food to feed all its inhabitants. And we have the technical know-how to improve nutrition and increase access to food. If we have failed in our efforts and 840 million hungry people suggest that we have then it is principally due to a lack of political will. The International Alliance Against Hunger is a way to push aside apathy and indifference and usher in a new era of cooperation and action to join forces once and for all to move swiftly to decrease and ultimately eliminate the scourge of hunger.

FAO REPRESENTATIVE
IN BANGLADESH

Message

The Bangladeshi farmers have made major strides in recent years in increasing the production and productivity of food and they have also gained adequate technical knowledge in increasing their access to food and in improving the level of nutritional standards. However, if Bangladesh has failed to feed a sizeable share of its population, then it is mainly due to lack of commitment and political will. The "International Alliance Against Hunger" is a way to push aside apathy and indifference and usher in a new era of cooperation and action, to join forces once and for all to move swiftly to decrease and ultimately eliminate the scourge of hunger.

Setting targets helps to achieve results. The goal of cutting by half the number of hungry people by 2015 adopted at the World Food Summit in 1996 and reflected in the Millennium Development Goals. Yet in many developing countries like Bangladesh, the progress is painfully slow.

"International Alliance Against Hunger" is this year's 'World Food Day' theme. It is a call to action, with a view to taking the concept of a global partnership and making it a reality: working together to reduce poverty and to guarantee the world's citizens a basic human right freedom from hunger. Here is an opportunity for us today to work together within an "International Alliance Against Hunger" to overcome hunger and poverty.

Bui Thi Lan

International Alliance Against Hunger

not having enough to eat. Children are more vulnerable to hunger.

Bangladesh have declared a firm commitment for poverty reduction. Food production, in specific, cereal food production of 26.90 million tons in 2002-03 is near to a self sufficiency in food requirement. Average poverty level has a declining trend. In 2000-01 average national poverty level was 44.33 percent.

Hunger is now more a cross-nation problem and as such, an international call to action to join forces in a common effort is very much needed. This idea first echoed by Johannes Rau, president of the Federal Republic of Germany on World Food Day in 2001 is an international voice now. He urged for formation of an alliance on the basis of a common consensus despite of political differences of the nations. But having a common political will is still lacking. Many nations have made verbal commitments to fight hunger, but few have done enough.

Nations need to develop a policy frame-work on a consensus basis to create a political environment for allocation and flow of resources, information, technologies and money for implementation of programmes and projects. Within the frame-work of the Alliance of a twin-tract approach combining short and long term measures should be undertaken.

WFP, FAO, NGO and many other world organizations have been allocating more and more funds towards Food aid aiming at the goal of Agricultural Development.

see col. 1

MINISTRY OF AGRICULTURE